প্রিয় নবী (দঃ) এর নামে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মুছেহ করার গুরুত্ব

মোহাম্মদ সোহেল

আবুল হাসান মুহাম্মদ ওমাইর রজভী

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপন হাবীব (দঃ) এর মুহব্বতকে আপন বান্দাদের উপর আবশ্যক করেছেন এবং লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূলের উপর, যিনি কিয়ামতের দিবসে শাফায়াত করবেন তাঁর আশিকদের জন্য এবং সালাত ও সালাম তাঁর পরিবার, আসহাবদের উপর যারা নবীয়ে পাককে আপন জান থেকে প্রিয় জানতেন।

আমরা সবাই আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও তাঁর হাবীব (দঃ) এর উম্মতের দাবিদার এর মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ হাবীবে দু'জাহানের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে শিরীক মনে করে যেমন দাড়িয়ে নবীকে সালাম প্রদান করা, নবীর নাম শুনার পর মুহব্বতে বৃদ্ধও শাহাদাত আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মুখে মালিশ করা ইত্যাদি।

তাই আমি অধম আ'লা হযরত আহমদ রেজা খাঁন(রঃ) এর সুপ্রসিদ্ধকিতাব مُنِيْرُ الْعَيْنِ فِىْ حُكْمِ تَقْبِيْلِ الْاِبْهَامَيْنِ (মুনিরুল আইন হুকমি তাক্বিবিলুল ইবহামাইন) এবং মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ নঈমী (রঃ) এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব جاء الحق وزهق الباطل (জা'আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল) ও অন্যান্য কিতাব সমূহ পড়ে মনস্থ করলাম যে রাসূল (দঃ) এর নাম মোবারক আজানে শুনার পর দরূদ শরীফ পড়তঃ আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করার ফজিলত দুনিয়া ও আখিরাতে কি রকম? এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় সাধারণ জনতার মাঝে দিতে পারলে মানুষ ও আমি নিজেই উপকৃত হব।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে এরশাদ করেন-

اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون (سوره يس)

অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিবস) আমি তাদের মুখে তালা মেরে দেব এবং তাদের হাত কথা বলবে, তাদের পা সাক্ষ্য দেবে দুনিয়ার মধ্যে যা অর্জন করেছিল। [সূরা ইয়াছিন]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় কিয়ামতের ময়দানে মানুষের হাত, পা কথা বলবে এবং তারা হাত, পা কে কোন্ কাজে ব্যবহার করেছিল, পক্ষে ও বিপক্ষে তথা পূন্য করেছিল না গুনাহের কাজ করেছিল তা আল্লাহর সামনে বলে দিবে।

আর যে উম্মত রাসুল (দঃ) এর নাম শ্রবণ করে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করে অবশ্যই সেটাও (আঙ্গুল) সাক্ষ্য দেবে, হয়ত এটা নাজাত তথা মুক্তির বড় মাধ্যম হতে পারে। কারণ মানুষ তাঁর ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে জান্নাত পাবে এর কোন সিউরিটি নেই বরং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দয়ার মাধ্যমে পার হতে পারবে।

এই কাজ তার হাবীব (দঃ) এর প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাই আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর গুনাহগার উম্মতের উপর দয়া করতে পারেন। আমরা তা আশা রাখতে পারি।

তাছাড়া এই কাজটা যে মুস্তাহাব তার অসংখ্য দলিল ও প্রমাণাদি রয়েছে। আর একটা কাজ নাজায়েজ বলার জন্য অকাট্য প্রমাণ লাগবে। কাজটি নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে শরীয়তের কোন দলিল নাই।

আর কেউ যদি বারণ বা নিষেধ করে আমরা ধরে নিতে পারি তার অন্তরে হাবীবে খোদার প্রতি ঘৃণা রয়েছে তাই কাজটি সে সহ্য করতে পারছেনা। যারা না বুঝে নিষেধ করে থাকে আমরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাব যে আল্লাহ তাকে বুঝার তৌফিক দান করুন। (আমিন)
রাসুল (দঃ) এর নাম শুনে মুহব্বত সহকারে যারা আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করবে তাদের প্রতি রাসুল (দঃ) এর শুভ সংবাদ-

روى عن النبى ﷺ انه قال من سمع اسمى فى الاذان ووضع ابهامين على عينيه فانا طالبه فى صفوف القيامة وقائدة الى الجنة (صلوة مسعودى ج ٢)

রাসুল (দঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে উম্মত আজানে আমার নাম শুনবে অতঃপর আঙ্গুলদ্বয় চোখের মধ্যে রাখবে আমি তাকে কিয়ামতের কাতার থেকে তালাশ করে জান্নাতে নিয়ে যাব।
[সালাতে মাসউদি ২য় খন্ড]

قال السخاوى ذكره الديلمى فى الفردوس من حديث ابى بكر الصديق رضى الله عنه انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدالرسول الله قال ہذا يعنى صلى الله عليك يارسول الله وقرة عينى بك يارسول الله وقبل باطن الانملتين السبابتين ومسح عينيه فقال ﷺ من فعل مثل ما فعل خليلى فقد حلت له شفاعتى ولم يصح

(مقاصد الحسنة فى الاحاديث الدائرة على السنه)

ইমাম ছাখাবী (রঃ) বলেন, আল ফেরদৌস নামক কিতাবে ইমামে দাইলমী (রঃ) উল্লেখ করেন, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) এর হাদিস থেকে। ছিদ্দিকে আকবর (রঃ) যখন মুয়াজ্জিন থেকে আজানে রাসুল (দঃ) এর নাম শুনলেন প্রথম বারে "সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ" দ্বিতীয় বারে "কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলে আপন আঙ্গুলদ্বয় চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করলেন। রাসুল (দঃ) এটা দেখে খুশি হয়ে বলেন, আমার বন্ধু যে কাজটা করেছে এই কাজ আমার উম্মতের মধ্যে যারাই করবে কিয়ামতের দিবসে তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে যাবে। হাদিসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে সহীহ হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যায় নাই।

[মকাছেদে হাসনা]

উল্লেখ্য যে, হাদিসটির শেষ অংশ দেখে অনেকে বলে থাকে- হাদিসটি সহীহ নয়, বিদায় আমল করা যাবে না। এগুলো বলার কারণ হল, তাদের কাছে উসুলে হাদিসের জ্ঞান নেই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে উসুলে হাদিস পড়ে ভাল করে বুঝার তৌফিক দান করুক। আমিন।

অথচ حديث صحيح এর পরে হাদিসের অনেক স্থর রয়েছে, তারপর صحيح لغيره তথা দূর্বল হাদিস। যেমন- حديث ضعيف حسن لذاته ' حسن لغيره তারপর ضعيف হাদিস দূর্বল হলেও আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করার মধ্যে মুহাদ্দিসিন এর মাঝে কোন মতানৈক্য নেয়।

হাদিস ছহীহ না হলে দূর্বল হয়ে যাবে কথাটা শুদ্ধ নয়। যেমন ইমাম মুহাম্মদ বিন আমীরুল হাজ্ব হালবী (রঃ) এর কিতাব حَلِيَةُ شَرْحِ مُنْيَة (হুলিয়া শরহে মুনিয়া) তে উল্লেখ করেন-

قَوْلُ التِّرْمِذِى لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ اِنْتَهٰى لَا يَنْفِى وُجُوْدَ الْحَسَنِ وَنَحْوِهٖ وَالْمَطْلُوْبُ لَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوْتُهٗ عَلَى الصَّحِيْحِ بَلْ كَمَا يَثْبُتُ بِهٖ يَثْبُتُ بِالْحَسَنِ اَيْضًا

অর্থাৎ ইমামে তিরমিজির কথা এটা নবী (দঃ) থেকে ছহীহের শর্তে আসেনি। উনার কথা "ছহীহ নয়" হাদিসের অপর প্রকার حسن হওয়াকে নিষেধ করে না। অর্থাৎ সহীহ না হলে হাসান হতে পারে। প্রত্যেকটা মকছুদ হাদিসে ছহীহের উপর নির্ভর নয়। বরং হাসান থেকেও হতে পারে। যাহা কিছু ছহীহ দ্বারা প্রমাণ হয় তা "হাসান" দ্বারাও প্রমান হতে পারে।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও উসুলবিদ আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ) বলেন,

قَوْلُ اَحْمَدَ اَنَّهٗ حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ اَىْ لِذَاتِهٖ اَنَّهٗ فَلَا يَنْفِى كَوْنَهٗ مُحْسِنًا لِغَيْرِهٖ وَالْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ يَحْتَجُّ بِهٖ كَمَا بُيِّنَ فِى الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ, একটা হাদিসকে ইমামে আহমদ (রঃ) "ছহীহ নয়" বলেছেন, এর ব্যাখ্যাতে আল্লামা ইবনে হাজর (রঃ) বলেন, "ছহীহ নয়" অর্থ হল "লিজাতিহী" নয়, আর এই কথাটি حسن لغيره (হাসান লিগাইরিহি) হওয়াকে নিষেধ করেনা। "হাদিসে ছহীহ" দ্বারা যা প্রমাণিত হয় "হাদিসে হাসান" দ্বারাও তা প্রমাণিত হতে পারে।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী (রঃ) বলেন-

مَنْ نَفَى الصِّحَّةَ لَا يَنْتَفِى الْحَسَنَ

অর্থাৎ "ছহীহ নয়" দ্বারা "হাসান" হওয়াকে নিষেধ করেনা।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং হানফী মাযহারের প্রখ্যাত মুফতি মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব مَوْضُوْعَاتُ كَبِيْر (মাউদোআতে কবির) এ উল্লেখ করেন, لَا يَصِحُّ لَا يُنَافِى الْحَسَنَ

"ছহীহ নয়" কথাটা "হাসান" হওয়া কে বারণ করেনা।

আল্লামা নুরুদ্দীন আলী ছামহুদী (রঃ) তার কিতাব- جَوَاهِرُ الْعَقْدَيْنِ فِى فَضْلِ الشَّرِيْفَيْنِ (জাওয়াহিরুল আক্বদাইন ফি ফদলিশ শরীফাইন) নামক কিতাবে উল্লেখ করেন,

قَدْ يَكُوْنُ غَيْرُ صَحِيْحٍ وَهُوَ صَالِحٌ لِلْاِحْتِجَاجِ بِهٖ
اَذَاالْحَسَنُ رُتْبَةٌ بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالضَّعِيْفِ

অর্থাৎ কখনো কখনো ছহীহ ছাড়া ও প্রমাণ দেওয়া যায়। কেননা "হাদিসে হাসান" হল "ছহীহ" ও "দূর্বলের" মধ্যখানে।

ইমাম কামাল উদ্দীন ইবনে হুমাম (রঃ) বলেন-

وَقَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ فِى حَدِيْثٍ اَنَّهٗ لَمْ يَصِحَّ اِنْ سُلِّمَ لَمْ يَقْدَحْ
لِاَنَّ الْحُجِّيَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الصِّحَّةِ بَلِ الْحَسَنُ كَافٍ

অর্থাৎ কেউ যদি কোন হাদিসের ব্যাপারে "ছহীহ নয়" বলে, কোন অসুবিধা নেই। কেননা, দলিলের জন্য "ছহীহ" হওয়ার উপর নির্ভর নয় বরং হাদিসে "হাসান" যথেষ্ট।

উল্লেখিত বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেল, কেউ যদি হাদিসটা "ছহীহ" নয় বলে তখনো তা থেকে দলিল দেওয়ার মধ্যে কোন আপত্তি নেই।

সেই জন্য মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তার কিতাব موضوعات كبير এ বলেন,

قُلْتُ وَاِذَاثَبَتَ رَفْعُهٗ اِلَى الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ
فَيَكْفِىْ لِلْعَمَلِ بِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

অর্থাৎ আমি বলছি, (মোল্লা আলী) যদি হাদিসটা হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রঃ) পর্যন্ত পৌছে, আমল করার জন্য এটাই যথেষ্ট। কেননা রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন তোমাদের উচিৎ আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদুনের সুন্নাত কে আকড়িয়ে ধরা।

ফোকহায়ে কিরামের অভিমত ঃ

رَدُّالْمُحْتَار عَلٰى دُرِّ الْمُخْتَار (রদ্দুল মুখতার আলা দুররিল মুখতার) তথা فتاوى شامى তে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) بَابُ الْاَذَان (বাবুল আযান) এ এবং شَرْحُ نِقَايَة (শরহেনিকায়া) তে উল্লেখ করেন,

يُسْتَحَبُّ اَنْ يَقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرَى الْاَبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَكُوْنُ قَائِدًا لَهٗ اِلَى الْجَنَّةِ ـ

অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যখন আযানে রাসুলে আকরামের (দঃ) নামে সাক্ষ্য দিবে, তখন প্রথম বারে "সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ" এবং দ্বিতীয় বারে "কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসুলাল্লাহ" বলে আঙ্গুলকে চুমু খেয়ে চোখের মধ্যে রেখে দোয়া করা "আল্লাহুম্মা মাত্তিনি বিস্‌সাময়ী ওয়াল বসরি" বলা মুস্তাহাব।

একই ধরনের হাদিস সঠিক সূত্রে ইমাম তাহতাবী তার "মারাকিল ফালাহ" কিতাবে নকল করে বলেন, আমলের জন্য এট যথেষ্ট। আরিফ বিল্লাহ ফজলুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আইয়ুব সহরওর্য়াদী (রঃ) এবং তার ছাত্র ইমাম ইউসুফ বিন ওমর (রঃ) جامع المضمرات شرح قدرى বা فتاوى صوفية (ফতোয়া-এ-সূফিয়াতে), ইমামে কুহাস্তানী, كنزالعباد (কঞ্জুল ইবাদ), ইমামে দাইলমী كتاب الفردوس (কিতাবুল ফেরদৌস), এবং ইমামে রমলী البحرالرائق এর হাশিয়াতে নকল করেন,

مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُوْلُ اللّٰهِ فِى الْاَذَانِ اَنَا قَائِدُهٗ وَمُدْخِلُهٗ فِىْ صُفُوْفِ الْجَنَّةِ

রাসুল (দঃ) বলেন, যে উম্মৎ আযানে আমার নাম শুনে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করবে, আমি তাকে তালাশ করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব।

মাওলানা জামাল ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে ওমর মক্কি (রঃ) তার ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ করেন-

تَقْبِيْلُ الْاَبْهَامَيْنِ وَوَضْعُهُمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ اِسْمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْاَذَانِ جَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ صَرَّحَ بِهٖ مَشَائِخُنَا

অর্থাৎ আযানে নবীর (দঃ) নাম শুনার পর আঙ্গুলদ্বয়কে চুমু দিয়ে চোখের মধ্যে রাখা জায়েজ বরং মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে আমাদের ইমামগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম ত্বাউছি (রঃ) এর বর্ণনাঃ

اَنَّهٗ سَمِعَ مِنَ الشَّمْسِ مُحَمَّدْ بْنِ اَبِىْ نَصْرِ الْبُخَارِىْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَنْ قَبَّلَ عِنْدَ سَمَاعِهٖ مِنَ الْمُؤَذِّنِ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ طَفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَهُمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ وَقَالَ عِنْدَ الْمَسِّ اَللّٰهُمَّ اَحْفِظْ حَدَقَتَىَّ وَنُوْرَهُمَا بِبَرَكَةِ حَدَقَتَىْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنُوْرِهِمَا لَمْ يَرْمَدْ

অর্থাৎ ইমামে ত্বাউছি বিখ্যাত মুহাদ্দিস আশ্‌শামস মুহাম্মদ বিন আবি নছর আল বোখারী (রঃ) থেকে এই হাদিস খানা বর্ণনা করেন, যে উম্মৎ মুয়াজ্জিনের আযানে নবী'র (দঃ) নাম শুনে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করে এই দোয়াটা পড়বে "আল্লাহুম্মা ইহফাজ হাদকা তাইয়া ওয়া নুরাহুমা বিবরকতে হাদ্‌কাতাই মুহাম্মাদি (দঃ) ওয়া নুরি হিমা" তার চোখ কখনো দৃষ্টি হারা হবে না।

ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবি বকর সুফী (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব موجبات الرحمة وعزائم المغفرة (মওজিবাতুর রাহমা ওয়া আজাইমুল মাগফিরা) তে উল্লেখ করেন, হযরত খিজির (আঃ) থেকে মধ্যখানে সূত্র 'মাজাহিল' ও 'মুনকাতি' রয়েছে। অতঃপর বর্ণনা করছেন-

عَنِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ مُحَمَّدْ عَبْدُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا (مقاصد حسنه)

হযরত খিজির (আঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আজানে নবীর নাম শুনে "মারহাবান বিহাবীবি ওয়া কুররাতু আইনি মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ" (দঃ) বলে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে রাখে, তার দৃষ্টি শক্তি কখনো নষ্ট হবে না। (মাকাছিদে হাসনা)

উল্লেখ্য যে, হাদিসখানা বর্ণনার ক্ষেত্রে দূর্বল হলেও আমলের ক্ষেত্রে গ্রহনীয় যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

মদিনা শরীফের মসজিদে নববীর ইমাম ও খতিব আল্লামা আশ্‌শামস মুহাম্মদ বিন ছালেহ মাদানী (রঃ) তার "তারিখে" নকল করেন, মিশরে বড় আলেমদের একজন আল্লামা মুজদ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

مَنْ صَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اِذَا سَمِعَ ذِكْرَهٗ فِى الْاَذَانِ وَجَمَعَ اِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةَ وَالْاِبْهَامَ وَقَبَّلَهَا وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَيْهِ لَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا -

অর্থাৎ যে আজানে নবীর (দঃ) নাম শুনে দরূদ শরীফ পড়ে, বৃদ্ধ ও শাহাদাত আঙ্গুল একত্রিত করে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করবে, তার চোখের দৃষ্টি যাবে না বরং নিরাপদ থাকবে।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনুল বাবা (রঃ) নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন-

اَنَّهٗ هَبَّتْ رِيْحٌ فَوَقَعَتْ مِنْهُ حَصَاةٌ فِىْ عَيْنَيْهِ وَاَعْيَاهُ خُرُوْجُهَا وَاَلَمَّتْهُ اَشَدَّ الْاَلَمِ وَاَنَّهٗ لَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ذٰلِكَ فَخَرَجَتِ الْحَصَاةُ مِنْ فَوْرِهٖ قَالَ الرَّدَّادُ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهٰذَا يَسِيْرٌ فِىْ جَنْبِ فَضَائِلِ الرَّسُوْلِ ﷺ

অর্থাৎ একদিন ব্যাপকভাবে বাতাস হয়ে একটা কংকর আমার চোখে ঢুকে পড়ে, বের করা কষ্টকর হয়ে যায়। ব্যাথাও অসহ্য হয়ে যায়, আর যখন মুয়াজ্জিন আজানে রাসুলের (দঃ) নামে শাহাদাতের কলিমা বলছিল আমি এই কাজটা করলাম অর্থাৎ আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করার সাথে সাথে কংকরটি বের হয়ে যায়।

ইমামে রদাদ (রঃ) বলেন এটা একটা রাসুল (দঃ) এর ফজায়েল ও মোজিজা। ইরাক আজমের কিছু আলেম সমাজ বলেন,

قَالَ ابْنُ صَالِحٍ وَاَنَا وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ مُنْذُ سَمِعْتُهٗ مِنْهَا اِسْتَعْمَلْتُهٗ فَلَمْ تَرْمَدْ عَيْنِىْ وَاَرْجُوْ اَنْ عَافِيَتُهَا تَدُوْمُ وَاِنِّىْ اَسْلَمُ مِنَ الْعَمٰى اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى (مقاصد حسنه)

যে দিন থেকে এই কাজটা করলাম চোখের কোন অসুস্থতা দেখা যায় নি। [মাকাসিদে হাসনা]

ইবনে ছালেহ বলেন, আল্লাহর প্রসংশা ও শুকর, যে দিন থেকে আমি আজানে রাসুলের (দঃ) নাম শুনার পর আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করেছি, সে দিন থেকেও আমার চোখে কোন রোগ হয়নি এবং আশা রাখি অন্ধ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবা ইনশাআল্লাহ। [মাকাসিদে হাসনা]

رُوِىَ عَنِ الْفَقِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ الْخَوْلَانِىْ قَالَ اَخْبَرَنِى الْفَقِيْهُ الْعَالِمِ اَبُوالْحَسَنِ عَلِى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُدَيْدِ اَلْحُسَيْنِى اَخْبَرَنِى اَلْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ الْبِلَالِى عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ اَلْمُؤَذِّنَ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِى وَقُرَّةُ عَيْنِى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ وَيُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمَ وَلَمْ يَرْمَدْ (مقاصد حسنه)

অর্থাৎ ফকিহ মুহাম্মদ বিন সাঈদ খাওলানী বলেন, আমাকে ফকিহুল আলম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন হাদিদ আল হুসাইনী বলেছেন, আমাকে ফকিহ আজ জাহিদুল বিলালী হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আজানে নবী (দঃ) এর নাম শুনে "মারহাবান বি হাবীবি ওয়া কুররাতু আইনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ" বলে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করবে, তার চোখ কখনো অন্ধ ও অসুস্থ হবে না। [মাকাসিদে হাসনা]

আল্লামা মুহাদ্দিস তাহরে পতনি (রঃ) তাঁর সুপ্রশিদ্ধ কিতাব مجمع بحار الانوار এর মধ্যে উল্লেখিত হাদিসকে "ছহীহ নয়" বলে উল্লেখ করেন وروى تجربة عن كثير অর্থাৎ আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করা ফায়েদা পেয়েছেন, তা অনেকের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত।

আল্লামা ছদরুল আফাজিল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রঃ) এরশাদ করেন, "ইঞ্জিল" কিতাবের বড় একটা পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আসছে তার নাম انجيل برنباس (ইঞ্জিলে বরনিবাস) ঐ কিতাবের অধিকাংশ আহকাম ইসলামী আহকামের সাতে মিলে যায়। ঐ কিতাবে লিখা আছে, হযরতে আদম (আঃ) نور مصطفى (তথা "আমাদের নবীর (দঃ) নূর" যেটা সৃষ্টির মূল) দেখার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা কুদরতী ব্যবস্থাপনায় হযরত আদম (আঃ) এর বৃদ্ধ আঙ্গুলের নকে নূর চমকে উঠে, তখন তিনি খুব মুহব্বত সহকারে আপন নককে চুমু খেয়ে চোখে লাগালেন।

গাজীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব مجموعه فتاوى عزيزيه এই বিষয়ে در بيان تقبيل الابهامين عند الشهادتين فى الاذان والاقامة নামে অধ্যায় রচনা করেন। এবং উল্লেখ করেন-

ذَكَرَ بَعْضُ الصَّالِحِيْنَ اَنَّهُ لَقِى الْخَضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَنْ قَبَّلَ ظُفُرَ اِبْهَامَيْهِ وَيَمْسَحُ بِهِمَا عَلَى عَيْنَيْهِ اَمِنَ مِنْ وَجَعِ الْعَيْنِ حِيْنَ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُوْلَ اللّٰهِ وَيَقُوْلُ اَلْمُسْتَمِعُ مَعَ ذَلِكَ مَرْحَبًا بِكَ يَا حَبِيْبِى وَقُرَّةَ عَيْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ(خزينة الاسرار خواص القران)

আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা যার সাথে হযরত খিজির (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয়েছে তিনি হযরত খিজির (আঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি আজানে রাসুল (দঃ) এর নাম শুনে 'মারহাবা ইয়া হাবিবি ও কর্‌রাতু আইনি ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে আঙ্গুলের পিঠে চুমু খেয়ে চুখে মালিশ করবে, তার চুক্ষ বিভিন্ন ব্যাথা থেকে রক্ষা পাবে।

(খজিনাতুল আসরার, খাওয়াছুল কুরআন)

আল্লামা শেরে বাংলা (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন-

فِى قَصَصِ الْاَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِ اَنَّ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِشْتَاقَ اِلَى لِقَاءِ مُحَمَّدٍ ﷺ حِيْنَ كَانَ فِى الْجَنَّةِ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَى اِلَيْهِ هُوَ مِنْ صُلْبِكَ وَيَظْهَرُ فِى اٰخِرِ الزَّمَانِ فَسَاَلَ لِقَاءَ مُحَمَّدٍ ﷺ حِيْنَ كَانَ فِى الْجَنَّةِ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَى اِلَيْهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ النُّوْرَ الْمُحَمَّدِىَ فِى اِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ مِنْ يَدِهِ الْيُمْنٰى فَسَبَحَ ذٰلِكَ النُّوْرُ فَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ تِلْكَ الْاِصْبَعُ مُسَبِّحَةً كَذَا فِى الرَّوْضَةِ الْفَائِقِ

কাছাছুল আম্বিয়া ও অন্যান্য কিতাবে রয়েছে, হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে থাকাকালিন মুহাম্মদ (দঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা করলে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বলেন, তিনি (মুহাম্মদ দঃ) এখন তোমার পৃষ্টে রয়েছে এবং শেষ জামানায় পৃথিবীতে তশরীফ আনয়ন করবেন। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে অবস্থান রত সময়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে

প্রার্থনা করলেন (মুহাম্মদ (দঃ) এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে।) রাব্বুল আলামীন মুহাম্মদ (দঃ) এর নূর কে আদম (আঃ) এর ডান হাতের তছবিহ পাঠকারী আঙ্গুলে প্রকাশ ঘটালেন, অতঃপর ঐ নূর তছবিহ পাঠ করতে শুরু করে, এই কারণে সেই আঙ্গুল কে اصبع مسبحه বলা হয়। (রাউদাতুল ফায়েক)

আরও উল্লেখ রয়েছে-

اَظْهَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى جَمَالَ حَبِيْبِهٖ فِى صِفَارِ ظُفْرَى اِبْهَامَيْهِ مِثْلَ اَلْمِرْاٰةِ فَقَبَّلَ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ظُفْرَى اِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَصَارَ اَصْلًا لِذُرِّيَّتِهٖ فَلَمَّا اَخْبَرَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّبِىَّ ﷺ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ﷺ مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الْاَذَانِ فَقَبَّلَ ظُفْرَى اِبْهَامَيْهِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمَ اَبَدًا

আল্লাহ তায়ালা যখন আদম (আঃ) এর আঙ্গুলে আপন হাবীব (দঃ) এর সুন্দর্য্য আয়নার মত প্রকাশ করলেন, আদম (আঃ) তার আঙ্গুলের পৃষ্ঠকে চুমু খেয়ে চুখে মালিশ করে নিলেন। অতঃপর তার সন্তানদের জন্য এই কাজটা দলিল হয়ে যায়। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যখন আদমের (আঃ) এই ঘটনা নবী (দঃ) কে বললেন, রাসুল (দঃ) বলে দিলেন, যে উম্মত আজানে আমার নাম শুনে আঙ্গুলের পৃষ্ঠে চুমু খেয়ে মালিশ করবে, তার চুখ কখনো অন্ধ হবে না বা চুখের দৃষ্টি শক্তি কমবেনা।

আল্লামা শেরে বাংলা (রঃ) এ মাসায়ালাটি কোন্ কোন্ কিতাবে রয়েছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তাফসিরে রুহুল বায়ানের অষ্টম খন্ডে সুরাতুল আহজাবের اذكروالله ذكرا كثيرا এর তাফসিরে ব্যাপক ভাবে আলাচনা করেন। আল্লামা শেখ সাহরওয়ার্দী তাঁর কিতাবে عوارف المعارف এই কাজের ফজিলতে অনেক আলোচনা করেন। তাছাড়া فتاوى مولانا عبد الحى لكهنوى (ফতোয়া মাওলানা আব্দুল হাই লক্নভীর) তৃতীয় খন্ডে ৪২ পৃষ্টায়, جامع الرموز (জামেউর রুমুজে) প্রথম খন্ডে ৫৬ পৃষ্টায়, খিদায়াতুল হারামাইনে ৪৬ পৃষ্টায়, كتاب الفوائد مطبع مصر কিতাবুল ফাওয়ায়েদে ১৫ পৃষ্টায়, فتح المبين ফতহুল মুবিনের ৬৪ পৃষ্টায়, ও ৪৯২ পৃষ্টায় ব্যাপকভাবে বর্ণনা রয়েছে।

তাই উলামায়ে কিরাম বলেন, নবী (দঃ) নাম শুনে শুধু বৃদ্ধ আঙ্গুলের পিঠে চুমু খাওয়া হযরত আদম (আঃ) এর সুন্নাত। আর শাহাদত আঙ্গুলের পেটে চুমু খাওয়া হযরত ছিদ্দিকে আকবরের (রঃ) সুন্নাত। আমাদের উচিত দু'আঙ্গুলকে একত্রিত করে চুমু খেয়ে উভয়জনের সুন্নাত আদায় করা।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) মাজহাবের অনুসারীর কিতাবের উদ্ধৃতিঃ

শাফেয়ী মাজহাবের বিখ্যাত কিতাব

اعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين

(ইয়ানাতুত তালিবীন আলা হিল্লে আলফাজি ফতহিল মুয়িন) এ উল্লেখ আছে-

ثُمَّ يُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُ بِهِمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمَ وَلَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا

অর্থাৎ নবীর (দঃ) নাম শুনে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করলে চোখ অন্ধ ও রুগ্ন হবে না।

মালেকী মাজহারের কিতাবের উদ্ধৃতি ঃ

মালেকী মাজহারের প্রসিদ্ধ কিতাব

كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن ابى زيد القيروانى ج ١ صف ١٧٩

(কিফায়াতুত্ তালিবির্ রাব্বানী লিরিছালাতি ইবনে আবি যায়েদ আলকাইরুওয়ানী) এ উল্লেখ আছে-

ثُمَّ يُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُ بِهِمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمَ وَلَمْ يَرْمَدْ اَبَدًا

অর্থাৎ হুজুরের (দঃ) নাম শুনে মুহব্বত সহকারে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করলে চোখে রোগ হবে না ও দৃষ্টি শক্তি যাবেনা।

মালেকী মাজহাবের উল্লেখিত কিতাবের ব্যাখ্যাতে ১৭৭ পৃষ্টায় আল্লামা শেখ আলী আস-স্বায়েদী আদুবী (রঃ) লিখেন।

لَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَ التَّقْبِيْلِ مِنْ اِبْهَامَيْنِ اِلَّا اَنَّهٗ نَقَلَ عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْمُفَسِّرِ نُوْرِ الدِّيْنِ الْخَرَاسَانِى قَالَ بَعْضُهُمْ لَقِيْتُهٗ وَقْتَ الْاَذَانِ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُوْلُ اللّٰهِ قَبَّلَ اِبْهَامِىْ نَفْسَهٗ وَمَسَحَ بِا لظُّفْرَيْنِ اَجْفَانَ عَيْنَيْهِ مِنَ الْمَاقِ اِلٰى نَاحِيَةِ الصُّدْغِ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ مَرَّةً فَسَاَلْتُهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ كُنْتُ اَفْعَلُهٗ ثُمَّ تَرَكْتُهٗ فَمَرِضَتْ عَيْنَاىَ فَرَاَيْتُهٗ

ﷺ مَنَامًا فَقَالَ لَمَّا تَرَكْتَ مَسْحَ عَيْنَيْكَ عِنْدَ الْاَذَانِ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تَبْرَءَ عَيْنَاكَ فَعُدْ فِى الْمَسْحِ فَاسْتَيْقَظْتُ وَمَسَحْتُ فَبَرِءْتُ وَلَمْ يُعَاوِدْ فِى مَرَضِهَا اِلَى الْاٰنِ

লিখক আঙ্গুলে চুমু খাওয়ার মাসআলা বর্ণনা করেননি, কিন্তু শায়েখুল আলম ও মোফাচ্ছির নুরুদ্দিন খোরাসানী (রঃ) থেকে বর্ণিত, কিছু মানুষ তাকে আজানের সময় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বলেন, তাকে দেখলাম আজানে নবী (সঃ) নাম মোবারক শুনতে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করেন (আঙ্গুলের নক চোখের পলকের এক কোণায় লাগালেন)। এভাবে প্রত্যেক বার শাহাদাতের সময় এরকম করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, উনি বলেন, একাজটা আমি করতাম, পরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমার চোখে রোগ হয়ে যায়, একদিন ঘুমে নবী (দঃ) কে স্বপ্নে দেখলাম তিনি বললেন, তুমি মালিশ করার কাজ ছেড়ে দিয়েছ কেন? তুমি যদি ভাল হতে চাও! কাজটা অর্থাৎ আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করা আবার শুরু কর। আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করার সাথে সাথে ভাল হেয় গেলাম, এখনো ভাল আছি।

রাসুলের (দঃ) নাম মোবারক শুনে চুমা খাওয়ার কারনে একশত বছরের পাপিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা ঘোষণা ঃ

كَانَ فِىْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ اَخْطٰى مِائَةَ سَنَةٍ لَمَّا مَاتَ اَرْمَى النَّاسُ اِلَى مَزْبَلَةٍ وَاَوْحَى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَنْ يَغْسِلَهٗ وَيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَقَالَ مُوْسٰى يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ كَيْفَ اَصْنَعُ بِهٰذَا بَنُوْاِسْرَائِيْلَ يَغْبِطُهٗ قَالَ تَعَالٰى اِنِّىْ غَفَرْتُهٗ لِاَنَّهٗ اِذَا رَاٰى فِى التَّوْرَاتِ اِسْمَ مُحَمَّدٍ ﷺ تَقَبَّلَ ظُفْرَيْهِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ وَاَدْخَلْتُهٗ فِى الْجَنَّةِ وَتَزَوَّجْتُهٗ سَبْعِيْنَ حُوْرٍ (روح البيان، تاريخ الخمسين، خصائص الكبرى)

বনী ইস্রাঈলে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে একশত বছর পাপের কাজ করেছিল, সে যখন মারা যায় মানুষ তাকে ময়লাতে নিক্ষেপ করে দেয়, রাব্বুল আলামিন হযরত মুছা (আঃ) কে

ওহির মাধ্যমে জানালেন, তাকে গোসল, কাফন দিয়ে দাফন করে দিতে। হযরত মুছা (আঃ) বলেন, হে আল্লাহ! তাকে আমি এগুলো কিভাবে করি? অথচ মানুষ তাকে ঘৃণা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। কেননা সে 'তওরাতে' মুহাম্মদ (দঃ) এর নাম দেখে আঙ্গুলের নকে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করেছে, আমার মাহবুবের প্রতি মুহব্বত প্রকাশ করেছে, তাই আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, সত্তরটি হুরের সাথে শাদী করিয়ে দিয়েছি।

[রুহুল বায়ান, খাছাইছুল কুবরা ও তারিখুল খামিছ]

উল্লেখিত বর্ণনার মাধ্যমে বুঝা যায়, কাজটা সম্পূর্ণ রাসুল (দঃ) এর মুহব্বতের উপর নির্ভর। যাদের অন্তরে ইশকে রাসুল (দঃ) থাকবে, সহজেই সে কাজটা করবে। আর যার অন্তরে ভালবাসা থাকবে না। সে কাজটা করবে না এবং কেউ করলেও তার কাছে ভাল লাগবে না।

রাসুল (দঃ) এর মুহব্বতের আলামতের একটি আলামত হল, রাসুলের নামের সময় তাজিম-সম্মান করা এবং হুজুরের নাম শুনতেই নিজেকে ছোট মনে করে একেবারে নরম হয়ে যাওয়া।

শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) তার প্রসিদ্ধ مدارج النبوت (মাদারিজুন্ নাবুওয়াত) নামক কিতাবে লিখেন-

আবু ইব্রাহিম ইয়াহয়া (রঃ) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের দরকার যখনি রাসুল (দঃ) এর নাম মোবারক তার সামনে জিকির হবে, আদবের সাথে শুনা এবং শরীর নড়াচড়া না করা, এমন হয়ে যাওয়া, যেন তার সামনে রাসুল (দঃ) আছেন।

হযরত আবু আইয়ুব দৃঘতিয়ালী (রঃ) এর সামনে যখন রাসুল (দঃ) এর নাম যিকির করা হত, সাথে সাথে ক্রন্দন করে দিতেন।

হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ অনেক ঠাট্টা মজা করতেন, কিন্তু যখনি তার সামনে রাসুল (দঃ) এর নাম যিকির করা হত, তাঁর চেহেরার রং পালটিয়ে যেত এবং খুব আদব সহকারে নিজেকে ছোট মনে করে বসে যেতেন।

এভাবে আশেকে রাসুল (দঃ) গণ, রাসুলের নামের শ্রদ্ধা করতেন, তাই উল্লেখিত মাস্য়ালার ব্যাপারে সমালোচনা না করে মাথা পেতে নেওয়াই আদব। تفسير جلالين (তফসিরে জালালাইন পৃষ্ঠা নং৩৫৭) এর হাশিয়াতে রাসুলের (দঃ) নাম শুনে আঙ্গুলে চুমু খেয়ে চোখে মালিশ করার ব্যাপারে যথেষ্ট দলিল দিয়ে বলেন,

যাদের কাছে কিতাবের দখল নাই এবং ব্যাপক গবেষণা করে না তারাই মানে না এবং বুঝার চেষ্টাও করে না।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, আল্লাহ তায়ালা ভাইদের বুঝার তৌফিক দান করুক এবং উভয় জাহানের কল্যাণ সাধন করার সুযোগ দান করুক। আমিন।

তথ্য পুঞ্জ ঃ

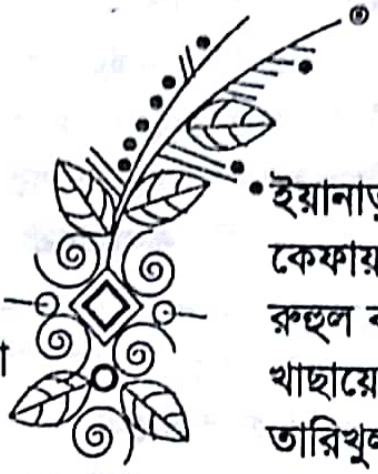

কোরআনুল করিম
সালাতে মাছওদী
মাকাছেদে হাছনাহ
হুলিয়া শরহে মুনিয়া
ফতোয়ায়ে ছুফিয়া
কনজুল ইবাদ
কিতাবুল ফেরদোছ
জাওয়াহেরুল আক্বদ
রদ্দুল মুখতার
মওদুয়াতে কবির
জামেউল মুজমেরাত
বাহরুর রায়েক
খজিনাতুল আছরার
হাওয়াচ্ছুল কোরআন
মজমু বিহারিল আনোয়ার
ইঞ্জিলে বর নিবাজ
শরহে নেকায়াহ
ইয়ানাতুত ত্বোয়ালেবীন
কেফায়তুত ত্বোয়ালেব
রুহুল বয়ান
খাছায়েছুল ক্বোবরা
তারিখুল খামিছ
মাদারেজুন নবুওয়ত
জামেউর রুমুজ
রাওজাতুল ফায়েক
মুনিরুল আইন
জা'আল হক্ব
ফতহুল মুবিন
কিতাবুল ফাওয়ায়েদ
হিদায়াতুল হারামাইন
মজমুয়ায়ে ফতওয়ায়ে আজিজিয়া
তাফসিরে জালালাইন
মওজুবাতুর রহমত

লেখকের অন্যান্য বই সমূহ

- গান বাজনার ভয়াবহ পরিণতি ও হালাল হারামের সুফল-কুফল
- নামাজের গুরুত্ব
- হজ্ব ও জিয়ারতে মুস্তাফা (দঃ) এর গুরুত্ব
- মাহে রমযান ও রোজার গুরুত্ব
- যাকাত ও ছদকার গুরুত্ব
- মাতা-পিতা ও বান্দার হক
- মৃত্যুর যন্ত্রনা
- কোরবানের ফজায়েল ও মাসায়েল
- শবে বরাত, মেরাজ ও শাওয়ালের রোযার গুরুত্ব
- আশুরাতে মাতম করা ও তাজিয়া বের করা কি বৈধ?